IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)
An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

বলাগড়ের শতাব্দীপ্রাচীন নৌশিল্প : একটি পর্যালোচনা

Chandan Malick

Student
Department of History
The University of Burdwan, Bardhaman, India

Abstract: Balagarh is a small village of Balagarh CD Block in Chinsurah subdivision of Hooghly district in the state of West Bengal, India.A boat making industry was set up at Sripur of Balagarh, situated on the western coast of Bhagirathi river.The Balagarh boat industry goes back to the 16th century as Sripur finds a mention in the writings of Abul Fazl, a famous court Historian of Akber's reign.This industry is 500 years old.The Boat industry of Balagarh is famous for as one of the Bengal's oldest indigenous boat manufacturers centre.Saptagram, a thriving port of medieval times is located near Balagarh and main profession of the village is fishing, Which has helped the region developed a boat industry.But at present day the boat industry of Balagarh is lost its glory and fighting for revive.

***Index Terms* - Balagarh, Chinsurah, Sripur, Boat, Industry,Bhagirathi insert.**

ভূমিকা:

মানুষ সৃষ্টির পর থেকেই সে নিজের তাগিদে অপরাজয়কে জয় করে নিয়েছে। বিবর্তনের পথ ধরে প্রাচীন মানবগোষ্ঠী আধুনিক মানুষে পরিণত হয়েছে।নিজেকে উন্নীত করেছে খাদ্য সংগ্রাহক থেকে খাদ্য উ□পাদকের স্তরে।মানবসভ্যতার বিবর্তনের এমনই একটি পর্যায়ে নিজেদের প্রয়োজনে মানুষ নিজেদের নিয়োজিত করেছে শিল্পকর্মে, যাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল লোকশিল্প ও সংস্কৃতি।এমনই একটি লোকশিল্প হল নৌকা শিল্প, যা ছিল হস্তশিল্পেরই একটি অংশ।ভৌগোলিক অঞ্চল ভেদে বিভিন্ন ধরনের নৌকা ব্যবহার করা হয়, যা নির্ভর করে অঞ্চলটিতে বসবাসকারী মানুষের পেশা ও চাহিদার ওপর।শিল্প বিপ্লব পূর্ব সময়ে নৌকা ব্যবহার করা হতো প্রধানত যাতায়াতের মাধ্যম,মাছ ধরার বাহন এবং বন্যার হাত থেকে পরিত্রাণের জন্য। কিন্তু কালক্রমে যোগাযোগ ব্যবস্থা ও যানবাহনের উন্নতির জন্য নৌকা শুধুমাত্র মাছ ধরার মাধ্যম হিসেবেই ব্যবহার করা হতে থাকে।নদ-নদী বেষ্টিত দক্ষিণবঙ্গ ছিল বন্যাপ্রবণ অঞ্চলগুলির মধ্যে অন্যতম।তাই প্লাবনের হাত থেকে পরিত্রাণের উপায় হিসাবে মানুষ নৌকাকেই আশ্রয় হিসেবে বেছে নেয়।এই দক্ষিণবঙ্গের হুগলি জেলার অন্তর্গত বলাগড়ের শ্রীপুর অঞ্চলটি প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত একটি নৌকেন্দ্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। এই অঞ্চলের নৌকা কেন্দ্রটির বিশেষত্ব হলো দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি নৌকা।অঞ্চলটিতে শুধু স্থানীয় শিল্পীরাই নয়, দেশভাগের পর ওপার বাংলার প্রচুর মানুষ বলাগড়ে চলে এসে বসবাস করতে থাকে এবং তারাই এই নৌকাশিল্পের কাজে নিজেদের নিয়োজিত করেন।এখানে বসবাসকারী হিন্দু-মুসলিম দুই সম্প্রদায়ের মানুষই এই ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্প সংস্কৃতিকে বংশ পরম্পরায় এগিয়ে নিয়ে চলেছে, যা আজও প্রবাহমান।১

বলাগড়ের নৌশিল্পকেন্দ্রের পরিচিতি:

বলাগড় অঞ্চলটি হুগলী জেলার ভাগীরথী নদী তীরবর্তী একটি জনপদ।সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে নবদ্বীপরাজ রাঘব রায়ের পীড়ন হতে কৌলিন্য রক্ষার জন্য ফুলিয়ার কুলীন বলরাম মুখোপাধ্যায় ফুলিয়া ত্যাগ করে ভাগীরথির পশ্চিমপাড়ে আঁটিশেওড়া গ্রামের একাংশে বর্ধমান মহারাণী প্রদত্ত নিষ্কর ভূমিতে গড়-বাড়ী নির্মাণ করে বসবাস শুরু করেন।বলরামের নামানুসারেই এই অঞ্চলটির নাম হয় বলরামগড়,অপভ্রংশে দাঁড়ায়

বলাগড়।২

এই বলাগড়রেই একটি ছোটো গ্রাম শ্রীপুর।এই অঞ্চলটিই বলাগড়রে নৌশিল্পরে কেন্দ্র হিসাবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে রয়েছে।শ্রীহরিদাস দাস 'শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব তীর্থ' নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন :আটিশিওড়া গ্রাম হুগলী জেলা বলাগড়রে পার্শ্ববর্তী ভাগীরথীতীরস্থ গ্রাম।বাঁশবেড়িয়ার রাজা রঘুনন্দন ১১১৪ সালে আটিশিওড়া নামের পরিবর্তে শ্রীপুর নামকরণ করেন। তদবধি বলাগড়-শ্রীপুর নাম চলিয়া আসিতেছে।ঐ স্থানে শ্রীচৈতন্যদেবে একটি কুচিলা গাছরে নীচে বিশ্রাম করিয়াছিলেনে (সম্ভবত: পুরী যাত্রাকালে) এজন্য ঐ স্থানটি বৈষ্ণব দিগরে একটি তীর্থে পরিণত হইয়াছে।"৩ অমিয়ো কুমার ব্যানার্জী তাঁর 'West Bengal District Gazzetier', Hooghly তে বলাগড়ের নৌশিল্পের কেন্দ্র হিসাবে শ্রীপুর ও সুখুরিয়ার উল্লেখ করেছেন। অঞ্চলটিতে রয়েছে ধীবর, রাজবংশী এবং জেলে সম্প্রদায়রে বাস।গঙ্গার মাছ সাথে সাথে যাদরে জীবনজীবিকা আবর্তিত হয়ে চলেছে।পাশেই রয়েছে অকৃত্রিম সবুজঘেরা একটি ছোট্ট দ্বীপ যা "সবুজদ্বীপ" বলেই অনেকে বেশি পরিচিত, যার সৌন্দর্য প্রকৃতিপ্রেমী, ভ্রমন উ□সুক সকলকেই গভীরভাবে আকর্ষণ করে।যা অঞ্চলটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত করছে।

প্রাচীনত্ব:

বলাগড়রে নৌশিল্পরে প্রাচীনত্ব সম্পর্কে সঠিকভাবে বলা না গেলেও বেশ কিছু ইতিহাসগ্রন্থ ও কিংবদন্তীর আশ্রয় নিয়ে বলা যায় যে বলাগড়রে নৌশিল্প মোটেও অর্বাচীন নয়।"মধুকর" উপন্যাসে সুব্রত মুখোপাধ্যায় বলাগড়রে নৌশিল্পরে প্রাচীনত্ব সম্পর্কে বলছেনে যে ভাগীরথির সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই বলাগড়রে নৌকা শিল্পরে শুরু হয়।ষোড়শ শতাব্দীর মহান মুঘল সম্রাট আকবররে দরবাররে শ্রেষ্ঠ ফারসি কবি তথা ঐতিহাসিক আবুল ফজলরে রচনায় বলাগড়রে নৌশিল্পরে কেন্দ্র হিসাবে শ্রীপুররে কথা উল্লেখে করছেনে।১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে মুঘলদরে কাছে বাংলার কররানী বংশরে উচ্ছেদরে পর বাংলায় উদ্ভব হয়েছিলে বারোজন জমিদার,ইতিহাসে যাঁরা 'বারো ভুঁইয়া' বলে পরিচিতি ছিলিনে।মুঘল সেনাপতি মান সিংহ ও বাংলার সুবেদার ইসলাম খান চিস্তি বাংলার বারো ভুঁইয়াদরে দমন করার জন্য বলাগড়রে নৌকাকেই ব্যবহার করছেলিনে বলে অভিমত পাওয়া যায়।এছাড়াও বলা হয় মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীররে সময় সেনাপতি তথা বাংলার সুবেদার ইসলাম খান(১৫৭০-১৩) বাংলার নৌকাকে বাণিজ্য ও যুদ্ধরে জন্য ব্যবহার করতনে।এমনকি তিনি শ্রীপুরে একটি নৌকা ঘাঁটি বা চৌকিও তৈরি করেন।৪ ইংরজে ও ম্যালি সাহবেও শ্রীপুররে নৌশিল্প সম্পর্কে লিখিছেনে"Boat Building is also carried on here".৫ ক্যালকাটা মৌলানা আজাদ মিউজিয়ামরে কিউরেটের ও নৌকাবিশেষজ্ঞ স্বরূপ ভট্টাচার্য, যিনি "Man - Boat Relationship" ওপর গবেষণা করছেন। তাঁর মতে বলাগড়রে নৌশিল্প শুরু হয়েছিলে ষোড়শ শতাব্দীতে।৬তাছাড়া মধ্যযুগরে দক্ষিণ বাংলার একটি বন্দর হিসাবে সপ্তগ্রামরে নাম পাওয়া যায়,যার খ্যাতি ছিল জগ□ জোড়া।সপ্তগ্রাম বর্তমানে বলাগড়রে পার্শ্ববর্তী আদি সপ্তগ্রাম।যার উত্থান ও সমৃদ্ধির সাথে সাথে বলাগড়রে নৌ শিল্প গড়ে ওঠার নিবিড় যোগ পাওয়া যায়।সুতরাং এইসব তথ্যরে ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে বলাগড়রে নৌশিল্প যে আজ থেকে প্রায় কয়েকেশো বছররে পুরানো।

বলাগড়ে নৌশিল্প গড়ে ওঠার কারণ:

শিল্পরে ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখো যায় যে পৃথিবীর কোনো স্থানেই হঠা□ করে, আপনা আপনি কোনো শিল্প গড়ে ওঠে না।যকোনো শিল্প গড়ে ওঠার পিছনে এক বা একাধিক শর্ত বা কারণ অবশ্যই প্রয়োজনীয়।শিল্প গড়ে ওঠার প্রথম শর্তই হল অনুকূল ভৌগোলিক অবস্থান ও পরিবেশে।এর পাশাপাশি প্রয়োজন কাঁচামালরে সহজলভ্যতা, জনমানসরে চাহিদা, বাজার ইত্যাদি।বলাগড়রে নৌশিল্প গড়ে ওঠার পিছনেও এমনই এক বা একাধিক কারণ লক্ষ্য করা যায়।

বলাগড়রে ভৌগোলিক অবস্থানগত বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণ করলেই এখানকার নৌশিল্প গড়ে ওঠার কারণগুলি সহজেই বোধগম্য হয়।নদীকেন্দ্রিক একটি অঞ্চল হল বলাগড়, যার ওপর দিয়ে বয়ে চলছে ভাগীরথি ও বেহুলা নদী এবং কানা নদী ও সরস্বতী নদীর একটি অংশও এই অঞ্চলরে ওপর দিয়েই বয়ে গেছে।তাই নদী বলয়রে কেন্দ্রে অবস্থিত বলাগড়রে অবস্থান থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায় যে অঞ্চলটি ছিল বন্যাপ্রবণ।প্রায় প্রতি বছর বন্যার সময় অঞ্চলটি জলে নিমজ্জিত হয়ে যায়, যা এখানে বসবাসরত মানুষরে জীবনকে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে পর্যবসিত করে তোলে।তাই বন্যার সময় প্রাকৃতিক বিপর্যয়রে মোকাবিলা এবং কঠিন প্রতিকূল পরিস্থিতির হাত থেকে বাঁচার তাগিদে থেকেই কৌশল হিসাবে বলাগড়রে মানুষ নৌকা তৈরিতে মনোযোগী হয়ে ওঠে।কালক্রমে যা নৌশিল্পরে কেন্দ্র হিসাবে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে।

নৌকা তৈরির প্রধান কাঁচামাল হল কাঠ।কাঠ কেটে পরিমাপ অনুযায়ী তক্তা তৈরী করে নৌকা তৈরি করা হয়।এক্ষেত্রে বলাগড়ের নিকটবর্তী অঞ্চলের কাঠকেই ব্যবহার করা হয়।এছাড়াও সুন্দরবন থেকেও এখানে নৌকা তৈরির জন্য কাঠ আমদানি করা হয়।

পেশাগত দিক থেকে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে বলাগড় অঞ্চলটিতে ধীবর নামক ম□স্যজীবী সম্প্রদায় যেমন রাজবংশী ও জেলেদের আধিক্য দেখা যায়।মাছ ধরাই যাদের প্রধান জীবিকা।খাল,বিল,নদীনালায় মাছ ধরার জন্য বাহন হিসাবে তাই নৌকার প্রয়োজন হয়।তাই জীবিকা আহরণের তারণা থেকেই ম□স্যজীবী সম্প্রদায়ের হাত ধরে অঞ্চলটিতে নৌকাশিল্পের পথ চলা শুরু হয় এবং বংশ পরম্পরায় আজও তা প্রবাহমান।

মধ্যযুগীয় সাহিত্যিকদের রচিত সাহিত্য উপাদানের পাতায় পাতায় দক্ষিণ বঙ্গের একটি উ□কৃষ্ট বন্দর হিসেবে সপ্তগ্রাম বন্দরের নাম বারংবার উল্লিখিত হয়েছে, যার বাণিজ্যিক গুরুত্ব ছিল অপরিসীম।কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর ভাষায় "সপ্তগ্রাম থেকে বণিকেরা কোথায় না যায়" অর্থা□ মধ্যযুগীয় ভারতে সপ্তগ্রাম বন্দরটির সাথে শুধু ভারতেরই অন্যান্য বন্দরের বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল তাই নয়, সমকালীন বহির্বিশ্বের সাথেও এর বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। এই জগতজোড়া খ্যাতিসম্পন্ন সমৃদ্ধ সপ্তগ্রাম বন্দরটির গুরুত্বই বলে দেয় যে অঞ্চলটিতে নৌকার ব্যাপক চাহিদা সৃষ্টি হয়েছিল, যার চাহিদা মেটানোর প্রতি মনোনিবেশ করেছিল সপ্তগ্রাম বন্দরের সন্নিকটে অবস্থিত বলাগড়।নৌকা গবেষক ও কলকাতার মৌলানা আবুল কালাম আজাদ মিউজিয়ামের কিউরেটের এবং "Man and Boat Relationship " এর ওপর গবেষণারত ড. স্বরূপ ভট্টাচার্য মহাশয়ের মতে বলাগড়ের কয়েক কিলোমিটার দূরে অবস্থিত বাণিজ্যসমৃদ্ধ সপ্তগ্রামের অবস্থান অঞ্চলটিকে নৌকাশিল্পে সমৃদ্ধ করেছিল।সপ্তগ্রামের বণিকেরা বলাগড়ের নৌশিল্পীদেরকে সেখানে নিয়ে আসতো নৌকা মেরামতের জন্য।এই সপ্তগ্রামের বণিকদের থেকেই বলাগড়ের শ্রমিকেরা ধীরে ধীরে নৌকা তৈরি করার কলা-কৌশল রপ্ত করে।সেই সময় নৌকা তৈরির কাজটি অত্যন্ত লাভজনক হয়ে ওঠে।৭

হুগলি জেলার প্রখ্যাত গবেষক ও অধ্যাপক পার্থ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর "হুগলী জেলার নৌশিল্প" নামক গবেষণা গ্রন্থে অভিমত প্রকাশ করেছেন যে সপ্তগ্রামের পার্শ্ববর্তী একটি জনপদ হল শঙ্খনগর, শাঁখ বা শঙ্খ থেকে যে নামের উ□পত্তি।এই অঞ্চলের মানুষজন শঙ্খ ব্যবসার সাথে যুক্ত ছিল।যারা নৌকাযোগে সমুদ্রে গিয়ে শাঁখ বা শঙ্খ সংগ্রহ করতো।এই অঞ্চলের শঙ্খ ব্যবসায়ীদের থেকে নৌকা তৈরীর বরাত পেতে বলাগড়ের নৌশিল্পীরা।যা বলাগড়ের নৌশিল্পের বিস্তৃতিতে সহায়ক হয়েছিল বলেই মনে করা হয়।

ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে ব্যবসার উদ্দেশ্যে আগত ইউরোপীয় বণিক গোষ্ঠী(পর্তুগীজ,ইংরেজ,ডাচ,ফরাসি,ডেনে) বাংলায় গঙ্গা নদী তীরবর্তী হুগলি, চুঁচুড়া, চন্দননগর, শ্রীরামপুর প্রভৃতি অঞ্চলে বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন করেছিল।এই অঞ্চলগুলিও বলাগড়ের খুবই নিকটে অবস্থিত। এছাড়াও পর্তুগীজরা সমকালীন বাংলায় ব্যবসার পাশাপাশি জলপথে দস্যুতাও চালাতো, যার বর্ণনা মেলে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুন্ডলায়'।বলাগড়ের নৌ শিল্পীদের মধ্যে এ নিয়ে এমন মিথ বা লোককথা আছে, যেখানে বলা হয় দস্যুতার জন্য পর্তুগিজরা বলাগড়ের নৌকাকেই ব্যবহার করত। যা অঞ্চলটিকে নৌকাশিল্প সম্প্রসারণের সুযোগ তৈরি করে দিয়েছিল এমন অভিমতও পাওয়া যায়।

বলাগড়ের নৌশিল্পী সমাজের মধ্যে বেশ কিছু লোককথা বা মিথ রয়েছে।যেখানে বলা হয়েছে একবার ব্রিটিশরা একটি মালবাহী জাহাজ নিয়ে নবদ্বীপ অভিমুখে যাত্রা করেছিল। এমন সময় নৌকায় জল ঢুকতে শুরু করে।এই পরিস্থিতিতে বলাগড় অঞ্চলের শিল্পীরা নৌকাটিকে রক্ষা করার জন্য ছুটে আসে এবং নৌকাটি সারিয়ে দিলে ব্রিটিশরা নিশ্চিন্তে নবদ্বীপ যেতে পেরেছিল।এই ঘটনার পর রীতিমতো সাহেবেরা খুশি হন এবং বলাগড়ের নৌশিল্পীরা নতুন উদ্যমে নৌকা তৈরির কাজে আত্মনিয়োগ করে।৮

বলাগড়ের নৌকাশিল্পের শ্রীবৃদ্ধি প্রসঙ্গে উনিশশতকে বাংলায় ডাকাতির একটা নিবিড় যোগ ছিল বলেও গবেষকমহলে একটি অভিমত লক্ষ করা যায়।উনিশ শতকে বাংলায় ডাকাত কবলিত এলাকা ছিল হুগলীর গঙ্গাতীরের গ্রাম ডুমুরদহ।এই অঞ্চলের ডাকাতি ও লুটপাট চলতো প্রধানত নৌকাযোগে জলপথে।উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় বাংলায় ডাকাতির পরিমাণ এতোটাই বৃদ্ধি পায় যে ব্রিটিশ সরকার একপ্রকার বাধ্য হয় বাংলায় ডাকাত কমিশন গড়তে।যদুনাথ সর্বাধিকারী তাঁর 'তীর্থভ্রমণ' নামক গ্রন্থে উদ্ধৃতি করেছেন "এই বাজারের নিকট চড়াতে আহারাদি করিয়া পশ্চিমপাড় সিজে-ডুমুরদহ, যেখানে কেশব রায়, গুমন রায়ের বাড়ি, যাহাদের ভয়ে নৌকাপথে কেহ স্থির থাকিতে পারিত না, নৌকায় ডাকাতি তাহারা সৃষ্টিকির্তা।কলিকাতা বাগবাজারের ঘাট পর্যন্ত তাহাদের বোম্বাটে নৌকা বেড়াইতো"।৯ ইতিহাসবিদিত বিদিত ডাকাত বিশ্বনাথ বাবুও ডুমুরদহ অঞ্চলেই বাস

করতেন।ডাকাত অধ্যুষিত এই ডুমুরদহ অঞ্চলটি বলাগড়েরই পাশ্ববর্তী একটি গ্রাম।তাই মনে করা হয় ডাকাতির জন্য প্রয়োজনীয় নৌকা বলাগড় অঞ্চল থেকেই আসতো এমনই অভিমত প্রকাশ করেছেন হুগলী জেলার আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক শ্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়।

বলাগড়ের নৌকার বিবরণ:

সমস্ত শিল্পের যেমন নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে তেমনি সমস্ত শিল্পো□পাদিত দ্রব্য প্রস্তুত করার জন্য বিশেষ কিছু উপকরণ বা উপাদান প্রয়োজন হয়।নৌকা সাধারণত কাঠ দিয়েই তৈরি হয়, তাই এক্ষেত্রে প্রধানতম কাঁচামাল হল কাঠ।এই কাঠ দিয়ে তক্তা তৈরি করা হয়, যা নৌকার প্রধান এবং বৃহত্তম অংশটি তৈরিতে ব্যবহার করা হয়।কাঠ থেকে মাপ অনুযায়ী তক্তা প্রস্তুত করতে প্রয়োজন হয় কাঠের কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও উপকরণ যেমন কাঠ কাটার জন্য করাত, কাঠ চেঁছে চকচকে করার জন্য র‍্যাঁদা, খাঁজ বা খাপ কাটার জন্য বাটালি, ছেনি, মারতসি, কাঠ জোড়া দেওয়ার জন্য বাটাম, লোহার পেরেক, দড়ি, নিরোধক হিসাবে পুটিং ইত্যাদি।

বলাগড়ের নৌকার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল দেশীয় পদ্ধতিতে জোড় বাঁধা পদ্ধতিতে এখানে নৌকা তৈরি করা হয়, যা এখানকার নৌকাকে অন্যান্য অঞ্চলের নৌকা থেকে পৃথক বিশেষত্ব প্রদান করে।১০ নৌকা প্রস্তুতের এই প্রাচীন দেশীয় পদ্ধতি ব্যতীত নৌকার বাকি অংশ তৈরি করা হয় অন্যান্য জায়গার মতো একই পদ্ধতিতে। প্রথমে মাপ অনুযায়ী কাটার পর কাঠের তক্তাগুলিকে রোদে শুকানোর পর আগুনে পুড়িয়ে তা ধনুকের মতো বেঁকিয়ে ডোঙার আকার আনা হয়।অতঃপর তক্তাগুলিতে খাঁজ কেটে খাপ তৈরি করা হয় এবং দড়ি ও জাত দিয়ে চেপে ধরে একটি তক্তা আরেকটির সাথে খাপে খাপ লাগিয়ে জুড়ে নৌকা তৈরি করা হয়।তক্তার জোড়া অংশ দিয়ে যাতে জল প্রবেশ না করে তার জন্য নিরোধক হিসাবে পুটিং ব্যবহার করা হয়।

বলাগড় অঞ্চলটির অর্থনৈতিক কর্মকান্ড অনেকটা নদীভিত্তিক।অর্থনৈতিক কারণে পেশাগত চাহিদার কথা মাথায় রেখে সেই মতো এখানে নৌকা তৈরি করা হয়।এখানকার বেশিরভাগ মানুষজন খাল,বিল,নদীনালায় মাছ ধরে জীবনজীবিকা নির্বাহ করে।অঞ্চলটি গঙ্গাতীরে অবস্থিত এবং গঙ্গাবক্ষে প্রচুর পরিমাণ বালি সঞ্চিত হয়।তাই কিছু মানুষ গঙ্গাবক্ষে সঞ্চিত বালি উত্তোলন ও পরিবহনের সাথে যুক্ত।বলাগড়ের খুব নিকটেই অবস্থিত সবুজে ঘেরা সবুজদ্বীপ।যার টানে প্রকৃতিপ্রেমী, ভ্রমণপিপাসু মানুষেরা এখানে এসে ভীড় করেন।নৌকাযোগে সবুজদ্বীপ ভ্রমণের জন্যও নৌকা ব্যবহার করা হয়।এইসব চাহিদা মেটানোর জন্য সাধারণত তিনধরনের নৌকা তৈরি হয় যেমন মাছ ধরা,যাত্রী পরিবহন ও ভ্রমণ এবং বালি পরিবহনের জন্য।

নৌকা তৈরির জন্য এখানে ব্যবহৃত হয় হয় শাল,সেগুন,মেহেগনি,বাবলার মতো অতি মজবুত ও মূল্যবান কাঠ।এখানকার নৌশিল্পীরা নৌকার মাপের জন্য কোনোরকম কাগজ ও পেন ব্যবহার করেন না।এখানকার নৌশিল্পীরা নৌকা ও নৌকার অন্যান্য অংশের মাপের একক হিসাবে 'হাত' কে ব্যবহার করেন।১ হাত সমান ১৮ ইঞ্চি বা ৪৫ সেমি। একটি নৌকার মাপ হয় কমপক্ষে ১০- ২৮ হাত পর্যন্ত।একটি ১২ হাতবিশিষ্ট নৌকা তৈরী করতে প্রায় ১২-১৭ কিউবিক কাঠের প্রয়োজন হয়।আবার একটি বড়ো ২৮ হাতের নৌকার তৈরিতে ১২০ কিউবিক কাঠ, ৪০ কে.জি লৌহ উপাদান এবং ৩০ দিন মতো সময় প্রয়োজন হয়।কাঠের গুণমানের ওপরই মূলত নৌকার মূল্য নির্ভর করে।দশ হাত মাপের নৌকার মূল্য ১৫,০০০ টাকা। আবার ভারতীয় বাবলা কাঠ দিয়ে তৈরি বারো হাত মাপের নৌকার মূল্য ১৬,০০০ টাকা থেকে ১৮,০০০ টাকা, যা কমপক্ষে ৭ থেকে ৮ বছর পর্যন্ত টেকসই হয়।১১

বলাগড়ের নৌকা এতটাই মজবুত যে এ নিয়ে প্রবাদ আছে যে "বলাগড়ের নাও ঝড়ে হেলে না, জলে টলে না, তুফানে হয় না বেহাল"।সোমড়া থেকে জিরাট পর্যন্ত গঙ্গার পশ্চিম কুলে নৌকা তৈরির খট খট শব্দের ঢেউ উঠতো।নৌকা কারখানার হাতুরি,র‍্যাঁদা,বাটালি,করাতের ছন্দোবদ্ধ শব্দে মাতোয়ারা হতো ভাগীরথি নদী ও তার চারপাশ।১২৭১ সালের ধ্বংসাত্মক প্রলয় ঝড়ে প্রায় বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল বলাগড়ের নৌশিল্প।প্রবাদ আছে 'দূর্বাঘাসের ডগা ছুঁড়ে গিয়েছিল একাত্তরের ঝড়ে'।১২

বলাগড়ের সমাজ-সংস্কৃতিতে নৌকা:

বলাগড়ের নৌশিল্প লোকশিল্পেরই একটি অংশবিশেষ।এই লোকশিল্পটিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে এখানকার লোকসংস্কৃতি।শ্রীপুর ও বলাগড় অঞ্চলের সমাজ-সংস্কৃতিতে মিশে রয়েছে একাধিক লোকছড়া,লোকগান,লোকছড়া,যার কেন্দ্রে রয়েছে নৌকা।আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক শ্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় শ্রীপুর,বলাগড় অঞ্চলে নৌকাকেন্দ্রিক এমনই কিছু লোককথা ও লোকগান সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর

"হুগলী জেলার নৌশিল্প " নামক গবেষণাগ্রন্থে।এগুলির মধ্যে একটি লোকগান হল

"মন মাঝি তোর বৈঠা নেরে
আমি আর বইতে পারলাম না
সারা জনম উজান বাইলাম
ভাঁটির নাগাল পাইলাম না।
আমি আর বইতে পারলাম না।।
সুখের আশায় দুঃখের নদী কান্দে বয়ে যায়
মন মাঝি তুই বিভুল যেমন
আমার কপাল পোড়া তেমন,
সুখে দুঃখে কেনার পাইলাম না
আমি আর বইতে পাইলাম না।
মন মাঝি তোর বৈঠা নেরে
আমি আর বইতে পারলাম না।।"

অর্থাৎ মাঝি তাঁর জীবনের একটা বড়ো সময় নিয়োজিত করেছেন এই নৌকা বওয়ার কাজে।একটা বড়ো সময় অতিবাহিত করেছেন নৌকার সাথে যুক্ত পেশার সাথে।কিন্তু তিনি আজ পর্যন্ত ভাঁটির সন্ধান পান নি।তাই মাঝি দুঃখে কাতর হয়ে আক্ষেপের সাথে বলছেন যে তিনি আর নৌকা বাইতে চান না।শ্রীপুর অঞ্চলের নৌকাকেন্দ্রিক একটি লোক ধাঁধা হল

"হাত নেইকো পা নেইকো
পিঠ দিয়ে সে চলে
চাঁদ নেইকো, সূর্য নেইকো
রাত্রি দিন জলে"

এখানে ধাঁধাটিতে নৌকার কথাই বোঝানো হচ্ছে।অর্থাৎ নৌকার কোনো হাত ও পা হয় না, যার সাহায্যে এই নৌকা নিজেকে চালিত করতে পারে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়।এর জন্য নৌকাকে জল ও মাঝির ওপর নির্ভর করতে হয়।তাছাড়া নৌকার একমাত্র স্থান হল জল, তা সে দিনের বেলা হোক আর হোক রাত।নৌকা সবসময় জলেতেই থাকে।এই সমস্ত ধাঁধার সবটা জুড়ে রয়েছে বলাগড় অঞ্চলের শতাব্দীপ্রাচীন ঐতিহ্যবাহী এই নৌকা।

এছাড়াও বলাগড় ও তার সংলগ্ন অঞ্চলেও নৌকার বিশেষ মর্যাদা ও গুরুত্বের কারণে এখানকার সমাজ-সংস্কৃতিতে নৌকাকেন্দ্রিক ভাবনা লক্ষ করা যায়।এই অঞ্চলের প্রাচীন মন্দিরগুলির গায়ে কাঠের টেরোকোটা দেখা যায় যেখানে মর্যাদার সাথে স্থান করে নিয়েছে নৌকা।টেরোকোটায় অন্যান্য বিষয়ের সাথে রয়েছে নৌকাবিলাসের চিত্র।বলাগড়ের পার্শ্ববর্তী জিরাট অঞ্চলের কয়েকটি স্কুল ও জিরাট কলেজের লোগো হিসাবেও নৌকাকেই স্থান দেওয়া হয়েছে।যা বলাগড় ও সংলগ্ন অঞ্চলে নৌকার প্রতি ভালোবাসার সম্পর্ককেই প্রকট করে তোলে।

বলাগড়ের নৌশিল্পের বর্তমান অবস্থা:

সমস্যাঃ

প্রায় ৬০০ বছর ধরে ঐতিহ্য ও গৌরবের সাথে প্রবহমান বলাগড়ের গর্বের লোকশিল্প নৌশিল্পে আজ যেন মেঘের ছায়া নেমে এসেছে।এই কারণে অঞ্চলটির নৌশিল্প ও শিল্পীসমাজ আজ চরম প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবিলা করে চলেছে।বেশ কিছু সমস্যা সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে এসে হাজির হয়েছে বলাগড়ের নৌশিল্প ও শিল্পীদের সম্মুখে।যা শৈশব ও কৈশোর পেরিয়ে বলাগড়ের নৌকাশিল্পকে বার্ধক্যজনিত অবস্থায় পর্যবসিত করেছে।

বর্তমান সভ্যতা যন্ত্রনির্ভর সভ্যতা।অষ্টাদশ শতাব্দীতে শিল্প বিপ্লবের হাত ধরে যে উন্নত ও প্রযুক্তি-নির্ভর শিল্পের সূচনা হয়েছিল বর্তমান একবিংশ শতাব্দীতে তা সর্বোচ্চ সীমায় এসে পৌঁছেছে।যার প্রভাব পড়েছে সর্বত্র।হস্তনির্ভর, প্রাচীন দেশীয় পদ্ধতির অনুসারী নৌকাশিল্পও তার থেকে বাদ যায়

না।সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরী বলাগড়ের নৌশিল্পের স্থান দখল নিয়েছে উন্নত প্রযুক্তিতে তৈরী নৌকা, যার স্থায়ীত্ব,গুণমান ও কার্যকারিতাও অনেক বেশি।তারা আজও শতাব্দী প্রাচীন দেশীয় প্রযুক্তির স্থলে উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পদ্ধতিকে সমাদরে গ্রহণ করতে পারে না।সভ্যতার বিবর্তনের ইতিহাসে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে না চলতে পারার অর্থ হল পিছিয়ে পড়া।তাই যুগের থেকে আজ অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছে শতাব্দী প্রাচীন বলাগড়ের ঐতিহ্যবাহী এই লোকশিল্পটি।

বর্তমানে বলাগড়ের নৌশিল্পের চাহিদা আগের থেকে অনেক কমেছে।তাই এই শিল্পের সাথে যুক্ত বহু শিল্পী,কারিগড় এখান থেকে অন্যত্র চলে গিয়েছে কাজের সন্ধানে।বহু কারিগড় দীঘা,শংকরপুরের নৌকা তৈরির কারখানায় যোগ দিয়েছেন।তাই সুদক্ষ ও পর্যাপ্ত শিল্পী ও কারিগড়ের অপ্রতুলতা এখানকার নৌশিল্পে মন্দার ছায়া তৈরি করছে।

বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে অন্যান্য ক্ষুদ্র শিল্পের মতো বলাগড়ের নৌশিল্পও চরম বিপর্যয়ের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে।কাঠের তৈরি নৌকার কদর কমে গিয়ে বাজারে এসেছে ফাইবারের তৈরি নৌকা, যা কাঠের তৈরি নৌকাকে অস্তিত্ব রক্ষার চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। এছাড়াও যন্ত্রচালিত অধিক ক্ষমতাবিশিষ্ট ছোটো নৌকা বিদেশ থেকে আমদানি করার ফলে বলাগড়ের নৌকার চাহিদা কমেছে।

এছাড়াও শতাব্দী-প্রাচীন বলাগড়ের ঐতিহ্যবাহী নৌশিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করতে সরকার বিশেষ কোনো আগ্রহ দেখায় না।বলাগড়ের নৌশিল্প শ্রমিকদের সামাজিক ও আর্থিক নিরাপত্তার দিকটি সরকারের তরফ থেকে সুনিশ্চিত করা হয় না।যা ফলস্বরূপ এই অঞ্চলের নৌশিল্পটি প্রতিনিয়ত তার অস্তিত্ব সংকটে ভুগছে।

সম্ভাবনা:

বর্তমান চ্যালেঞ্জ ও কঠিন পরিস্থিতির সামনে দাঁড়িয়ে বলাগড়ের নৌশিল্পের প্রাচীন ঐতিহ্য ও গৌরবময় অস্তিত্ব পুনরুজ্জীবিত করার জন্য তীব্র প্রয়াস শুরু হয়েছে।এখানকার নৌশিল্পের সাথে যুক্ত শিল্পী,কারিগড়রা তাদের শতাব্দী প্রাচীন এই লোকশিল্পকে টিকিয়ে রাখতে বদ্ধকর।এক্ষেত্রে তাদের সহায়তা করছেন লোকশিল্প, নৌশিল্প নিয়ে গবেষণারত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, যাঁদের নিয়ে ইতিমধ্যেই তৈরি হয়েছে একটি গবেষক দল, যাঁদের মধ্যে মধ্যে রয়েছেন ড. পিনাক ঘোষ এবং গবেষক দলটিকে সমস্তরকম প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করে সর্বোতোভাবে সাহায্য করছেন এলাকারই আঞ্চলিক গবেষক শ্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়।১৩ এই গবেষক দলের উদ্যোগে বলাগড়ের নৌশিল্পীদের নিয়ে গঠিত হয় "Balagarh Boat Industrial Cooperative Society Limited " এবং শুরু হয় GI (Geographical Indication) প্রাপ্তির মহান কর্মযজ্ঞ।যেখানে Section 2(1)(e) of Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 1999 এবং Rule 31 of the Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Rule 2002 এর আওতায় এনে The Department of Industry Promotion and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry অধীনে GI প্রাপ্তির মধ্য দিয়ে বলাগড়ের নৌকা ও নৌশিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রয়াস।GI প্রাপ্তির জন্য তকমা প্রাপ্তির ফলে ভারতের অন্যান্য বহু পণ্য,শিল্পবস্তু(দার্জিলিং চা,মালদার লক্ষ্মণভোগ আম,বাঁকুড়ার টেরাকোটা শিল্প,ধনিয়াখালি শাড়ী ইত্যাদি)-র মতোই সংরক্ষিত হবে বলাগড়ের এই নৌকা,যা বলাগড়ের নৌশিল্প ও শিল্পীদের নতুন করে পুনরুজ্জীবিত করবে এবিষয়ে সন্দেহ নয়।এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কাজ শুরু হয় ২০২২ সালের শেষের দিকে।গবেষক দলটি বলাগড়ের নৌকেন্দ্রটি বারংবার পরিদর্শন করে এবং বহু মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করে। যা GI প্রাপ্তিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন সহায়তা করবে বলে মনে করা হয়।যার ফলে বার্ধক্যে উপনীত বলাগড়ের শতাব্দীপ্রাচীন ঐতিহ্যবাহী নৌশিল্পের বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব আরও বাড়বে এবং নৌশিল্পের সাথে যুক্ত শিল্পীসমাজ অনেকটাই উপকৃত হবে।

উপসংহার:

বলাগড়ের নৌশিল্প এ দেশের হস্তশিল্পেরই একটি অংশবিশেষ, যা ভারতের দেশীয় প্রযুক্তিকে তৈরী অন্যান্য হস্তশিল্পের মতোই প্রাচীন।ষোড়শ শতাব্দী নাগাদ এর পথচলা শুরু করে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অনুকূল পরিস্থিতির মোকাবিলা করে এই শিল্প শৈশব পেরিয়ে কৈশোরে খ্যাতির সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছায়। বিবর্তনের পথ ধরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির সাথে সাথে নানা ঘাত-প্রতিঘাতে জর্জরিত হয়ে বর্তমানে এই শিল্প বার্ধক্য অবস্থায় এসে পৌঁছেছে।যা এই শিল্পের গুরুত্ব ও চাহিদা খানিকটা ম্লান করলেও সম্পূর্ণ নিঃশেষ করতে পারে না।বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে আপন মহিমায় তা নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সংকল্পবদ্ধ।যার সাথে জড়িয়ে আছে একটি ঐতিহ্য, জীবন-জীবিকা, রুজি-রুটি, বেঁচে থাকা, জীবন-সংগ্রামের লড়াই।যা হারিয়ে যাওয়ার অর্থ সমাজের একটি প্রাচীন ঐতিহ্য হারিয়ে যাওয়া, যার চরমতম ফল বাড়তে থাকা

বেকারত্বের করাল গ্রাস।তাই এই নৌশিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদ লক্ষ্য করা যায় এর সাথে যুক্ত কারিগর ও সমাজের সমস্ত ঐতিহ্যপ্রেমী,শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের মধ্যে।যাঁরা এই নৌশিল্প শ্রমিকদের মনে হারিয়ে যাওয়া উ□সাহ ও উছ্বাস নতুন করে জাগ্রত করে এবং জীবন-জীবিকার লড়াইয়ে বেঁচে থাকার রসদ আমদানি করে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

১.চক্রবর্তী, বরুণ কুমার- লোকজ শিল্প,নৌশিল্পের আনাচে কানাচে, পারুল প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারী, ২০১১ অ্যানেক্সার-১০
২. বিশ্বাস, দেবানন্দ- বলাগড়ের ইতিহাস, শ্রুতি প্রকাশনী,বলাগড় বইমেলা, বলাগড়, ২০১৩ পৃ:১১
৩. তদেব, পৃ: ১২
৪.https://30stades.com/2021/05/12/bengal-boat-makers-of-balagarh-sripur-struggle-to-keep-afloat-500-year-old-handmade-boats/
৫. মিত্র, সুধীরকুমার- হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ, ১ম খন্ড, মিত্রাণী প্রকাশন, ২ কালী লেন, কলিকাতা ২৬, মার্চ ১৯৬০, পৃ: ৫৫৮
৬. https://www.telegraphindia.com/7-days/around-the-boats-that-sinking-feeling/cid/1315429
৭. https://en.gaonconnection.com/west-bengal-elections-2021-boatmakers-hooghly-tmc-bjp-migration/
৮. বিশ্বাস, দেবানন্দ- বলাগড়ের ইতিহাস, শ্রুতি প্রকাশনী, বলাগড় বইমেলা, বলাগড়, ২০১৩, পৃ: ২৯
৯. মিত্র, সুধীরকুমার- হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ, ১ম খন্ড, মিত্রাণী প্রকাশন, ২ কালী লেন, কলিকাতা ২৬, মার্চ ১৯৬০, পৃ:২৯৭
১০. https://www.sangbadpratidin.in/bengal/balagarh-boat-industry-may-get-gi-tag/
১১. https://30stades.com/2021/05/12/bengal-boat-makers-of-balagarh-sripur-struggle-to-keep-afloat-500-year-old-handmade-boats/
১২. বিশ্বাস, দেবানন্দ- বলাগড়ের ইতিহাস, শ্রুতি প্রকাশনী, বলাগড় বইমেলা, বলাগড়, ২০১৩, পৃ: ২৯
১৩. https://www.sangbadpratidin.in/bengal/balagarh-boat-industry-may-get-gi-tag/
১৪. চট্টোপাধ্যায়, পার্থ- হুগলী জেলার নৌশিল্প, রূপালি পাবলিশার্স, কলকাতা, জানুয়ারী, ২০২৩
১৫. রায়, সঞ্জয়– বলাগড়ের নৌশিল্প ও শিল্পীসমাজ, উর্বী প্রকাশন, কলকাতা, জানুয়ারী, ২০১০